বাংলা ছোটগল্প

কালের বৃত্তে

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

জয়িতা দত্ত

Bangla Chotogalpo : Kaler Britte, vol. II
Edited by Dr. Jayita Dutta

গ্রন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদক
প্রকাশনা ও বিক্রয়স্বত্ব ঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ ঋতদীপ রায়

ডি. টি. পি. কম্পোজ
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম ঃ ৩০০ টাকা
Rupees Three hundred only

ISBN : 978-81-8064-324-8

শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং
৩, মুক্তারামবাবু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

ছোটগল্পের সমকাল ঃ এবং কিন্তু অথবা ১৩
সাধন চট্টোপাধ্যায়

দেশভাগ-উত্তর বাংলা গল্পে স্বদেশ সন্ধান ২০
অরূপকুমার দাস

পোস্টমাস্টার ঃ কালপ্রতিমার নির্মাণ, কর্তার হয়ে ওঠা ৩০
অসীম হালদার

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-লালিত তিন গল্পে ছিন্নপত্রের আনাগোনা ৩৮
সুদক্ষিণা ঘোষ

রহস্যময় মনোলোকের আলোছায়া ও অতিপ্রাকৃতের ছদ্মবেশ—'কঙ্কাল' ৪৮
অর্পিতা ব্যানার্জী

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' ঃ প্রেম ও প্রকৃতি ৫৭
শিবুকান্ত বর্মন

ত্যাগ ৬২
বিবস্বান দত্ত

পয়লা নম্বর ৭১
ড. সুমিতা দাস মজুমদার

'বোষ্টমী' ঃ সংরূপের রক্তাশ্ম ৭৫
সুমন ভট্টাচার্য

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী' ঃ 'নীড়ভাঙার মহোৎসব' ৮৮
সাগ্নিক মিত্র

তেলেনাপোতা আবিষ্কার ঃ পুরোনো পাঠের উজান ঠেলে কিছু কথা ৯৩
অরূপকুমার দাস

বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' ঃ সম্পর্কের বিশ্বস্ত বিন্যাস ১০৪
গার্গী সরকার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক ঃ অন্তর্লীন আদিমতা ১১১
নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)

কুষ্ঠরোগীর বউ ঃ নিয়তি-ব্যাধি-মন ১১৭
সুদীপ্ত চৌধুরী

দুঃশাসনীয় ঃ দুর্দিনের চালচিত্র ১২৩
সুদীপ্ত চৌধুরী

কুষ্ঠরোগীর বউ ঃ নিয়তি-ব্যাধি-মন

সুদীপ্ত চৌধুরী

গল্পটির শেষাংশ থেকেই শুরু করা যাক এ গল্পের পর্যালোচনা ; যেখানে লেখক জানাচ্ছেন—

> সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালোবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ যে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠ রোগাক্রান্তগুলিকে ভালোবাসে।

এখানে 'সে' অর্থাৎ, মহাশ্বেতা এবং তার 'স্বামী' হল যতীন। গল্পের এই একেবারে শেষাংশে মহাশ্বেতা মনে-মানসিকতায় যে আজ একেবারেই পরিবর্তিত, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? কেনই বা স্বামীর প্রতি সুতীব্র ভালোবাসা তার বদলে গেছে ঘৃণার অনলে? স্বামীর প্রতি তার এই মনোভাবের বিবর্তনকে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা চরিত্রেরও তিনটি ভিন্ন পর্যায় চোখে পড়ে, প্রথমে সে ছিল স্বামীর প্রেয়সী তারপর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীর সেবাব্রতী যন্ত্র এবং পরিশেষে স্বগৃহে কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী এক বিশ্বহিতৈষীন সত্তা। আর এই যে চরিত্রদের এইরকম পরিণতি, তাদের সম্পর্কের এই যে বাঁকবদল, তা যেন একান্তই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের ফল। সূচনা থেকেই লেখক এই সুরেই বেঁধে দিয়েছেন গল্পের মূলসুরের ধরতাই। তাই দেখি একদিকে এই প্রবল নিয়তিবাদ এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বিচিত্র চলন আর অন্যদিকে এর ফলে সৃষ্ট পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে অবিশ্বাস আর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়া এক নষ্ট দাম্পত্যের সকরুণ কাহিনি হল 'কুষ্ঠরোগীর বউ'-এর মূল আখ্যানদেহ। 'কুষ্ঠরোগীর বউ'—গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'উত্তরা' পত্রিকায়, ফাল্গুন ১৩৪০ বঙ্গাব্দে। পরবর্তীকালে ১৩৪৬-৪৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত লেখকের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বউ'-এর ষষ্ঠ গল্প হিসাবে স্থান পায়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, 'বউ' গল্পগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদর ভ্রাতা সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস নামক প্রকাশন সংস্থা থেকে। প্রথম এই সংস্করণে মোট গল্প সংখ্যা ছিল আটটি। অতঃপর ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে (১৯ মার্চ, ১৯৪৭ সাল) এই গল্পগ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি.। এই সংস্করণে আরও ৫টি নতুন গল্প যুক্ত হয়ে 'বউ' গল্পগ্রন্থের গল্প সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩টিতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্পের ইংরেজিসহ অন্যান্য বিদেশি ভাষার অনুবাদের সূত্রেই বলা যায় যে, 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পটি 'The Leper's Wife' শিরোনামে ইংরেজিতে অনূদিত হয় লীলা রায় কর্তৃক। উক্ত অনুবাদটি আসলে লীলা রায় সম্পাদিত

দুঃশাসনীয় ঃ দুর্দিনের চালচিত্র

সুদীপ্ত চৌধুরী

সাহিত্যের আঙিনায়, সমসাময়িক যুগযন্ত্রণার সার্বজনীন অভিব্যক্তির প্রভাব, সুদূর প্রসারী। তাই সাহিত্যের সমাজনিষ্ঠতার স্বরূপ, কেবলমাত্র তার, জন্মকালীন সামাজিক প্রবণতার বোধবিন্দু নির্ভরই শুধু নয়—বরং তা ; সেই বর্তমান সময় থেকে শুরু হয়ে অতীত-ভবিষ্যতে সঞ্চরমান এক বহুস্বরস্নাত মানবিক চেতনায় আশ্লিষ্ট-ও বটে। আর এখানেই ইতিহাসের সন-তারিখের পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে সাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য। ইতিহাস সঙ্গত কারণেই ভাবিত একমাত্র প্রমাণে, আর সাহিত্য সেখানে প্রমাণের পাশাপাশি প্রমেয় এবং প্রমাণের ভিন্নতর সম্ভাবনা সূত্র খুঁজে দেখতে উৎসাহী। অর্থাৎ, ইতিহাস যেখানে যা ঘটেছে তার নিরাপেক্ষ সংবাদদাতা, সাহিত্য সেখানে যা ঘটেছে—যার জন্য ঘটেছে এবং সর্বোপরি অন্যরকম কী ঘটতে পারত গোছের বিকল্প প্রস্তাবনাসমূহ—তা সবই পরখ করে নিতে প্রস্তুত। আর এই তৃতীয় সূত্রটি ধরেই সমাজনিষ্ঠ সাহিত্যেও ঘটে সাহিত্যিক কল্পনার রাজকীয় পদার্পণ। তবে সে কল্পনাকে যে হতে হয় ইতিহাস তন্বিষ্ঠ তা বলাবাহুল্য। অন্যদিকে, সমসাময়িকতা সাহিত্যে নানাভাবে ফুটে ওঠে সত্য, কিন্তু তার পাশাপাশি এও সত্য যে কখনো কখনো সমাজজীবনে নেমে আসে এমন এক অভিঘাত এবং ফলে জন্ম নেওয়া সংকটগুলি হয় এতটাই গভীর যে সভ্যতার চিরন্তন রূপরেখায় তার প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়ে যায়। তারপর বিশ্বজনীনভাবেই মানুষ তাদের জাতীয় ইতিহাসের পাশাপাশি, মৌখিক ও লিখিত এই উভয় ধারার সাহিত্যের যে কোনো মাধ্যমের গানে-গল্পে কবিতায় প্রবাদে সেই সময়কে ধরে রাখে, তার উত্তরকালের জন্য। পূর্বজদের কাছ থেকে পাওয়া সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অন্যতম উপাদান হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় তা বেঁচে থাকে মানবসমাজে।

এইদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, যারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এবং অতি অবশ্য ভারতের প্রেক্ষাপটে তো বটেই—এই রকম এক ক্রান্তিকাল হল বিশ শতকের '৪০-এর দশক। এই সময়ের দিকে ফিরে তাকালে সবচেয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (সেপ্টেম্বর ১/১৯৩৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২/১৯৪৫) ভয়াবহ হত্যালীলা, যার পরিসংখ্যানের নজির জানাচ্ছে এই বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া ৭২টি দেশের মোট মৃত নাগরিকের সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় জার্মানির ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে, বন্দিনিবাসে থাকা মানুষের মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের যন্ত্রণাময় মৃত্যু। এই সংখ্যার মধ্যে ৬০ লক্ষই ছিল ইহুদি জনজাতির মানুষ। যাই হোক, এই হত্যালীলার সর্বশেষ সংযোজন জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মিত্রপক্ষের প্রধান শরিক আমেরিকার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, যার দৌলতে ওই